দৈনিক সংবাদ

305
তারিখ DEC. 1 8 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন

আজ ১৮ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০তম সমাবর্তন। এ সমাবর্তন কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ৪০তম এ সমাবর্তন হচ্ছে স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নিয়মিত সমাবর্তন এবং এ শতাব্দী তথা সহস্রাব্দের শেষ সমাবর্তন। দীর্ঘ ২৯ বছর পর অনুষ্ঠেয় এ সমাবর্তনে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান এবং নোবেল বিজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এক মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন।

উল্লেখ্য, এ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ডক্টর অফ ল' এবং নোবেল বিজয়ী বাঙালি অর্থনীতিক অমর্ত্য সেনকে 'ডক্টর অফ সায়েন্স' ডিগ্রি দেয়া হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাবর্তন অনুষ্ঠান একটি প্রাচীন রীতি। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ডিগ্রিপ্রাপ্তদের সনদপত্র প্রদান করেন। সমাবর্তনে শিক্ষার্থীরা অর্জিত বিদ্যা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে কিভাবে দায়িত্বনিষ্ঠ হবেন এ ব্যাপারেও সুধীজনের দিকনির্দেশনা লাভ করেন। সমাবর্তন নিঃসন্দেহে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত এক অনুষ্ঠান। এবার এ দিবসটিকে বিশ্ববিদ্যালয় 'সমাবর্তন দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। আমরা আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী দিনগুলোতে নিয়মিতভাবে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। সন্ত্রাস নৈরাজ্য দলাদলি অপহরণ অপরাজনীতি নয়, বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা সমাবর্তনে ভরে উঠুক এটাই সকলের প্রত্যাশা।

কিন্তু এবারের সমাবর্তন অনুষ্ঠান নিয়েও কিছু সংশয় এবং উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। বিএনপি সমর্থিত শিক্ষক এবং ছাত্ররা সমাবর্তনে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং প্রধানমন্ত্রীর আগমন 'প্রতিহত' করার ঘোষণা দিয়েছে। ছাত্রদলসহ কয়েকটি সংগঠন হরতাল আহ্বান করেছে। বাঙালির মুখোজ্জ্বলকারী অমর্ত্য সেন যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন তেমন মহতী অনুষ্ঠানেও দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণ অপচ্ছায়া মেলে ধরা হচ্ছে।

আমরা মনে করি দলীয় রাজনীতির কবল থেকে শিক্ষা এবং শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত করা আবশ্যক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যারা সরাসরি যুক্ত আছেন তাদেরও এ বিষয়ে একটা বিশেষ দায়িত্ব স্বীকার করে নিতে হবে। শিক্ষক যদি শিক্ষায়তনের ভেতর দলীয় আজ্ঞা অনুযায়ী চলেন, দলের স্বার্থকেই প্রাধান্য দেন তবে তিনি হয়ে ওঠেন শিক্ষকের চেয়ে অধিক দলীয় ক্যাডার। একথা দলীয় বিভাজন রেখার উভয় দিকের জন্যই প্রযোজ্য।

রাজনীতিতে প্রধান জিনিস ক্ষমতা নিয়ে লড়াই। কোন এক দল আজ বিজয়ী। কাল অন্য কোন দল। এ লড়াই আর হারজিতের খেলায় যখন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ে তখন শিক্ষার পরিবেশ বিপন্ন হতে বাধ্য।

সুতরাং রাজনীতি থাকুক তার নিজস্ব ভূমিতে, বিশ্ববিদ্যালয় থাকুক তার জায়গায়। দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে সকলের সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণে ২ কোটি টাকা বাজেটের সমাবর্তন অনুষ্ঠান সফল হোক – এটাই প্রত্যাশা।